ASTRO ARPITA NATH

দাম্পত্য কলহ, মতবিরোধ এবং একাধিক বিবাহের সূত্রাবলী

Arpita Nath দ্বারা · সময় ও ফলিত · 2026-09-16

বৈদিক জ্যোতিষে (Jyotish), দাম্পত্য কলহ (Kalesh) সবসময় তাৎক্ষণিক আইনি বিবাহবিচ্ছেদে রূপ নেয় না। প্রায়শই, এটি দীর্ঘস্থায়ী মানসিক টানাপোড়েন, তিক্ত কথাবার্তা, অহংবোধের সংঘাত এবং পারিবারিক অস্থিরতা হিসেবে প্রকাশ পায়।

যখন আবেগ ও প্রেমের প্রাথমিক নৈসর্গিক কারক (মঙ্গল ও শুক্র), দৈব রক্ষক (বৃহস্পতি) এবং পারিবারিক শান্তির ভিত্তি (চতুর্থ ও নবম ভাব) অশুভ গ্রহের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন গৃহকোণ আশ্রয়ের পরিবর্তে একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়।

১. সপ্তম ভাব এবং গুরুত্বপূর্ণ কারক গ্রহগুলির ওপর অশুভ প্রভাব

• **মঙ্গল দ্বারা দৃষ্ট সপ্তম ভাবে রাহু এবং শনি:** দাম্পত্য জীবনের অন্যতম অশান্তিপূর্ণ গ্রহ সমাবেশ। রাহু (মোহ/ভ্রান্তি) এবং শনি (উদাসীনতা/বিলম্ব) সপ্তম ভাবে অবস্থান করে যখন আক্রমণাত্মক মঙ্গলের দৃষ্টি পায়, তখন তীব্র তর্ক-বিতর্ক, আকস্মিক ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ এবং চরম মতবিরোধ নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

• **পীড়িত এবং দুর্বল বৃহস্পতি:** বৃহস্পতি সহনশীলতা, নীতিবোধ এবং প্রজ্ঞার এক দৈব রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। বৃহস্পতি যখন দুর্বল, অস্তমিত, নীচস্থ বা অশুভ গ্রহ দ্বারা চরমভাবে পীড়িত হয়, তখন বৈবাহিক জীবনে ক্ষমা করার, আপস করার এবং দার্শনিক ভারসাম্য বজায় রাখার স্বাভাবিক ক্ষমতা হারিয়ে যায়।

• **শক্তিশালী শনি এবং শুক্রের সংযোগ:** একটি শক্তিশালী শনি যখন যুতি বা ঘনিষ্ঠ দৃষ্টির মাধ্যমে শুক্রকে প্রভাবিত করে, তখন তা রোমান্টিক সম্পর্কে মানসিক শীতলতা, অতিরিক্ত সংযম, সন্দেহ অথবা এক আনন্দহীন ও স্বার্থকেন্দ্রিক পরিবেশ তৈরি করে।

• **মঙ্গলের তীব্র পীড়া:** মঙ্গল বৈবাহিক জীবনে উৎসাহ, আবেগ এবং শারীরিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে। রাহু-কেতু বা শত্রু গ্রহের দৃষ্টির দ্বারা এটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে, ইতিবাচক আত্মবিশ্বাস অযৌক্তিক রাগ, আগ্রাসন বা পরোক্ষ বৈরিতায় রূপ নেয়।

২. সংবেদনশীল শুক্রের অবস্থান (অশান্তির মূল কেন্দ্র)

শুক্র পারস্পরিক আকর্ষণ, দাম্পত্য সুখ এবং অংশীদারিত্বের স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ন্ত্রণ করে:

• **পরপর ৩টি ভাবে শুক্র, রাহু এবং মঙ্গল (শুক্র \to রাহু \to মঙ্গল):** এই তিনটি গ্রহ যখন ঠিক এই ক্রমে পরপর তিনটি ভাবে অবস্থান করে, তখন শুক্রের তীব্র আকর্ষণ রাহুর অতৃপ্ত বাসনা দ্বারা বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং তা সরাসরি মঙ্গলের সংঘাত ও আগ্রাসনের মুখে পড়ে। এই সংযোগটি জীবনে প্রচণ্ড নাটকীয়তা, অস্থিরতা এবং সম্পর্কের মধ্যে ক্রমাগত টানাপোড়েন তৈরি করে।

• **সিংহে শুক্রের অবস্থান, সূর্যের কাছাকাছি এবং সূর্যের বর্গে:** শুক্র যদি অগ্নিতত্ত্বের রাশি সিংহতে (Simha) সূর্যের খুব কাছাকাছি অবস্থান করে, বিশেষ করে সূর্যের বিভাগীয় বর্গগুলিতে (Vargas) এর পুনরাবৃত্তি ঘটে, তবে তীব্র অহংবোধের লড়াই, দম্ভ এবং আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতার নিচে দাম্পত্যের স্নিগ্ধতা ও কোমলতা নষ্ট হয়ে যায়।

• **সপ্তম ভাবের প্রেক্ষিতে সূর্য ও চন্দ্র দ্বারা শুক্রের পরিবেষ্টন (পাপকর্তরী সদৃশ):** বিবাহ কারক গ্রহের চারপাশে গ্রহের এমন এক সংবেদনশীল অবস্থান, যা মানসিক সত্তা (চন্দ্র) এবং কর্তৃত্ব বা অহংবোধের (সূর্য) মধ্যে নিরন্তর মেরুকরণ সৃষ্টি করে, যার ফলে পারিবারিক জীবনে চরম অস্থিরতা দেখা দেয়।

৩. ভিত্তির পীড়া: চতুর্থ ও নবম ভাব

• **চতুর্থ ও নবম ভাবের অধিপতিদের নীচস্থ অবস্থা:**
• চতুর্থ ভাব পারিবারিক সম্প্রীতি, মানসিক শান্তি (সুখ) এবং গৃহের পরিবেশের প্রতিনিধিত্ব করে।

• নবম ভাব ধর্ম, নৈতিক সততা এবং দৈব সৌভাগ্যের (ভাগ্য) প্রতিনিধিত্ব করে।
• যখন চতুর্থ এবং নবম উভয় ভাবের অধিপতিরা একই সাথে নীচস্থ হন, তখন পারিবারিক সুখ বিনষ্ট হয়, যা অংশীদারিত্ব বা দাম্পত্য জীবনকে ক্রমাগত অশান্তি এবং নৈতিক মতবিরোধের ঝুঁকির মুখে ফেলে দেয়।

• **দ্বিতীয় ভাবে মঙ্গল:** বাক ভাব (কথাবার্তার ভাব), পারিবারিক বংশমর্যাদা এবং শ্বশুরবাড়ির স্থানে আক্রমণাত্মক মঙ্গলের উপস্থিতি কর্কশ, অপ্রিয় কথাবার্তা এবং সঙ্গীর পরিবার বা শ্বশুরবাড়ির সাথে বারবার মতবিরোধের সৃষ্টি করে।

৪. জটিল গ্রহগত আদান-প্রদান: মঙ্গল এবং বৃহস্পতি

• **বৃহস্পতির রাশিতে মঙ্গল, বৃহস্পতি দ্বারা দৃষ্ট:** যদিও বৃহস্পতির দৃষ্টি সাধারণত সুরক্ষামূলক হয়, তবুও ধনু (Dhanu) বা মীন (Meena) রাশিতে অবস্থিত মঙ্গল যদি বৃহস্পতির প্রত্যক্ষ দৃষ্টি লাভ করে, তবে তা তীব্র আদর্শগত সংঘাত, নৈতিক আত্মম্ভরিতা এবং আপসহীন তর্কের সৃষ্টি করতে পারে—যেখানে কোনো সঙ্গীই নিজের অবস্থান থেকে একচুলও নড়তে চান না।

৫. একাধিক (বহু) বিবাহের যোগসমূহ

ধ্রুপদী গ্রন্থগুলোতে সম্পর্কের অস্থিরতাকে দ্বিস্বভাব (পরিবর্তনশীল) রাশি এবং একাধিক গ্রহের সংযোগের সাথে যুক্ত করা হয়েছে:

• **দ্বিস্বভাব রাশিতে পীড়িত সপ্তমেশ:** সপ্তম ভাবের অধিপতি যদি কোনো দ্বিস্বভাব রাশিতে (মিথুন, কন্যা, ধনু বা মীন) অবস্থান করেন এবং অশুভ গ্রহের দ্বারা পীড়িত হন, তবে জাতকের বৈবাহিক পথ বিভক্ত হওয়ার প্রবণতা থাকে, যা প্রায়শই একাধিক সম্পর্ক বা পুনর্বিবাহের দিকে নিয়ে যায়।

• **সপ্তম বা অষ্টম ভাবে পীড়িত সপ্তমেশ:** যখন সপ্তমেশ সপ্তম ভাবে অবস্থান করে (অংশীদারিত্বের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব তৈরি করে) অথবা রূপান্তর ও আকস্মিক সমাপ্তির অষ্টম ভাবে চলে যায় এবং অশুভ গ্রহ দ্বারা পীড়িত হয়, তখন এটি প্রায়শই প্রথম বিবাহের বিচ্ছেদ ঘটায় এবং পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিবাহের সূচনা করে।

সবচেয়ে বড় উপশমকারী প্রভাব: বৃহস্পতির দৃষ্টি

এমনকি যখন কোনো জন্মকুণ্ডলীতে তীব্র কলহ বা একাধিক বিবাহের জোরালো ইঙ্গিত থাকে, তখনও শাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলোতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুগ্রহের নিয়মের উল্লেখ রয়েছে:

সপ্তম ভাব, সপ্তমেশ বা শুক্রের ওপর শুভ বা পীড়ামুক্ত বৃহস্পতির প্রত্যক্ষ দৃষ্টি (দৃষ্টি) এই ধরনের দোষগুলিকে অনেকটাই কমিয়ে দেয়।

বৃহস্পতির ঐশ্বরিক দৃষ্টি ক্রোধকে প্রশমিত করে, নৈতিক সংযম নিয়ে আসে, আইনি বন্ধনকে সুরক্ষিত রাখে এবং প্রায়শই পারিবারিক বিরোধকে এমন পর্যায়ে পৌঁছাতে দেয় না যা স্থায়ী বিচ্ছেদে রূপ নিতে পারে।

জ্যোতিষশাস্ত্র শুধুমাত্র নির্দেশনার জন্য প্রদান করা হয়। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য, অনুগ্রহ করে একজন যোগ্য পেশাদারের সাথে পরামর্শ করুন।